CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE (HONS)

SEM-4 CC-8T : Political Processes and Institutions in Comparative Perspective
TOPIC-V : Democratization : Process of Democratization in Postcolonial, Post-authoritarian and Post-communist Countries

গণতন্ত্রীকরণ : উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-কর্তৃত্ববাদী এবং উত্তর-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে গণতন্ত্র গঠনের একটি প্রক্রিয়া। শব্দটি সর্বপ্রথম 1888 সালে লর্ড ব্রাইস ব্যবহার করেছিলেন। গণতন্ত্রীকরণ হল একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তর, যার মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক দিকনির্দেশের মূল রাজনৈতিক পরিবর্তন। এটি হতে পারে একটি স্বৈরাচারী শাসন থেকে একটি পূর্ণ গণতন্ত্রে রূপান্তর, একটি কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে একটি আধা-গণতন্ত্রে রূপান্তর বা আধা-গণতন্ত্র থেকে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তর।

স্যামুয়েল পি হান্টিংটন (তৃতীয় তরঙ্গ: বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গণতন্ত্রায়ন) গণতান্ত্রিক তরঙ্গকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "অ-গণতান্ত্রিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরের একটি দল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটে এবং যেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিপরীত দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংখ্যক পরিবর্তনের চেয়ে বেশি। গণতন্ত্রের মূল বিষয়গুলির অবস্থা বা ভূমিকা বা অবস্থান পর্যালোচনা করে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারি, যেমন প্রফেসর ল্যারি ডায়মন্ড বলেছেন যেমন, i) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন এবং প্রতিস্থাপনের জন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ii) এর সক্রিয় অংশগ্রহণ মানুষ, নাগরিক হিসেবে, রাজনীতিতে, iii) নাগরিক জীবন; সকল নাগরিকের মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং iv) আইনের শাসন যাতে সকল নাগরিকের জন্য আইন ও পদ্ধতি সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। যদি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে সিস্টেমটি গণতান্ত্রিক হিসেবে বিবেচিত হবে, বিপরীতভাবে গণতন্ত্রায়নের প্রয়োজন হবে।

স্যামুয়েল পি হান্টিংটন তার বই, দ্য থার্ড ওয়েভ: ডেমোক্রেটাইজেশন ইন দ্য বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের তিনটি তরঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐগুলি হল:

i) গণতন্ত্রের প্রথম ঢেউ (1828 -1940), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিংহভাগ শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল (জ্যাকসোনিয়ান গণতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল) এবং তারপর ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি এবং আর্জেন্টিনায় ধীরে ধীরে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং 1900 এর আগে আরও কয়েকজনকে।

ii)) গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ঢেউ (1940 থেকে 1970 এর দশক), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রদের বিজয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। যার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান ও রয়েছে।

iii) গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ 1974 সালে শুরু হয়েছিল (কার্নেশন বিপ্লব, পর্তুগাল) এবং 1980 এর দশকে লাতিন আমেরিকায় ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ (ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান) 1886 থেকে 1988, পূর্ব ইউরোপ (বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন, বেলারুশ, রাশিয়ান ফেডারেশন, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, সাব-সাহারান দেশ (আলজেরিয়া, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া) 1982 সালে শুরু হয়েছিল।

উপনিবেশ-পরবর্তী দেশগুলিতে গণতন্ত্রায়ন: উপনিবেশবাদ হল একটি শক্তিশালী শক্তির নীতি এবং অনুশীলন যা একটি দুর্বল জাতি বা জনগণের উপর আঞ্চলিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করে। সাম্রাজ্যবাদী বা বড় শক্তি দ্বারা শাসিত জাতি বা দেশকে শাসক দেশের উপনিবেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে ডিকোলোনাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং প্রায় চল্লিশটি নতুন রাষ্ট্র তাদের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। (ভারত, পাকিস্তান, সিলন-এখন শ্রীলঙ্কা, বার্মা-এখন এশিয়ায় মায়ানমার, আফ্রিকার ঘানা, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে তিউনিসিয়া ইত্যাদি)। নতুন আবির্ভূত স্বাধীন দেশগুলিকে বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল যা মানুষের আন্দোলনের কারণ হয়েছিল।

জনগণের আন্দোলনের জন্য দায়ী কারণগুলি ছিল: i) ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, ii) দরিদ্র এবং দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষমতাসীন দেশে সম্পদ নিষ্কাশনের কারণে, iii) বিপুল জনসংখ্যা, iv) দেশীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ঔপনিবেশিক শাসকদ্বারা, v) বৈশ্বিক বাজারে অযৌক্তিক এবং অসম প্রতিযোগিতা, vi) নতুন স্বাধীন দেশগুলির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

পর্যায়ক্রমে উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রায়নের মুখ্য নির্দেশগুলি হল তাদের ভৌগোলিক আকার, দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ, রাজনৈতিক ও সরকারি কাঠামো এবং ইত্যাদির ভিত্তিতে উপনিবেশ-পরবর্তী দেশগুলির গণতন্ত্রায়নের অবস্থানও ভিন্ন হবে। উদার গণতন্ত্রের নির্ণায়ক পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেগুলি হল: 1. সমতা, 2. বিকল্প তথ্য, 3. বাকস্বাধীনতা - সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, 4. সরকারি কাঠামোর স্বচ্ছতা, 5. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, 6. ক্রমাগত নজরদারি এবং ভারসাম্য বা ক্ষমতা পৃথকীকরণ। এই নির্ধারকদের ভিত্তিতে, গণতন্ত্রের ডিগ্রী বা কার্যকারিতার মূল্যায়ন পরিমাপ করা হয়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার দুটি দেশ যারা

গণতন্ত্রের তৃতীয় তরঙ্গের সম্মুখীন হয়েছে। মালয়েশিয়া এমন একটি দেশ যা ওয়েস্ট মিনিস্টার ডেমোক্রেসি (ইউকে) এবং কেন্দ্রীয় রাজ্য মডেল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারফরম্যান্সে ভাল পারফরম্যান্স করছে কিন্তু জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়া একটি প্রজাতন্ত্র এবং একক রাষ্ট্র। বিকেন্দ্রীকরণ, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের কাঠামো, বিস্তৃত জোট, বহুদলীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি তার ঔপনিবেশিক অতীতের উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্য। ইন্দোনেশিয়ায়, মানুষ কমবেশি নাগরিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে উভয় দেশই সম্পূর্ণ উদার গণতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

গণতন্ত্রায়নের বিরুদ্ধে সমালোচনা: বিভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন গণতন্ত্র তৈরি করে, প্রচলিত এবং অনুরূপ দৃষ্টান্তগুলি ঔপনিবেশিক পরবর্তী দেশগুলিতে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য কখনও অপর্যাপ্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। দেশীয় ক্ষমতার দিক থেকে উপনিবেশ-পরবর্তী দেশগুলির সীমা অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন দেশে সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির মধ্যে যথাযথ সম্পর্কের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারণাকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই বিষয়গুলি অবশ্যই উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিকীকরণের গতিপথের পাশাপাশি উপনিবেশ-উত্তর এবং পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে।

স্বৈরাচারী এবং কমিউনিস্ট-পরবর্তী দেশে গণতন্ত্রায়ন বিষয়ে আলোচনার শুরুর দিকটি অবশ্যই দুটি ধারণার সংজ্ঞা অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদ। গণতন্ত্র হল এমন একটি সংস্থার সমষ্টি যা নির্বাচন, ক্ষমতার বিচ্ছেদ, মুক্ত গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতার মাধ্যমে দেশীয় রাজনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক এবং জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করে এবং সার্বভৌমত্বের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, কর্তৃত্ববাদ প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায় যে গণ রাজনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতা সবসময় গণতন্ত্রের সমার্থক নয়। অত্যন্ত দক্ষ, যুক্তিসঙ্গত এবং বৃহৎ-মাপের প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের পক্ষে এবং তার মুক্তির জন্য অনুমিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল যে জনগণকে দাস করা হচ্ছে, এমনকি স্বৈরাচারের পূর্বের বিদ্যমান রূপের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে। "কর্তৃত্ববাদ" এবং "সর্বগ্রাসীতা" শব্দগুলিকে স্বৈরতন্ত্রের আধুনিক রূপ হিসাবে বর্ণনা করা ভুল হবে না।

সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন এবং মূল কারণ:

- 1917 সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের উত্থান (ইউএসএসআর) প্রথম স্ব-ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে।

- কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশ (1848), কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেল দ্বারা।
- 1985 সালের মধ্যে, বিশ্বের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বসবাস করত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সরকার ব্যবস্থার অধীনে এক বা অন্যভাবে।
- 1991 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে বেশ কয়েকটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র আদর্শকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে।
- একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কিউবা, ভিয়েতনাম, লাওস নামে মাত্র কয়েকটি সংখ্যক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র রয়ে গেল।

কমিউনিস্ট-পরবর্তী দেশগুলিতে গণতন্ত্রায়ন:

প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের উত্থান অর্থাৎ ইউএসএসআর ইউরোপ, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার অসংখ্য দেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল যুগোস্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইউরোপের বুলগেরিয়া এবং ভিয়েতনাম, এশিয়ার লাওস। কিন্তু 1991 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন (গ্লাসনস্ট এবং পেরেস্ট্রোইকা) ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে, বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশে ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে এবং বেশিরভাগ রাজ্য সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে। যুগোস্লাভিয়ার মতো প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে একের পর এক জাতিগত দ্বন্দ্ব, 1991 থেকে 2001 পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং অবশেষে স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং অন্যান্যদের মতো কয়েকটি স্বাধীন উত্তরসূরি রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল।

চেকোস্লোভাকিয়া 1948 সালে একদলীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট দেশগুলো গণতন্ত্রের জন্য জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে সংস্কার বা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এইভাবে কমিউনিস্ট-পরবর্তী দেশগুলিতে গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছিল যেমনটি এসপি হান্টিংটন (থার্ড ওয়েভ: গণতন্ত্রায়ন বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে)।

গণতন্ত্রীকরণের তত্ত্বের সমালোচনা:

গণতন্ত্রায়নের হান্টিংটনের তত্ত্বকে কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা পশ্চিমা বা পুঁজিবাদী আক্রমণ বা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে সমালোচনা করে। হান্টিংটন এই দিক থেকেও সমালোচিত যে আধুনিকীকরণ মানে পশ্চিমীকরণ নয়, জাপান, চীন এবং চারটি এশিয়ান বাঘের উদাহরণ (অত্যন্ত উন্নত দেশ যেমন হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান), এই দেশগুলি নতুন শিল্পায়িত এবং নাটকীয়ভাবে অর্জন করেছে বৃদ্ধি পরিশেষে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায়, যদিও গণতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে এবং গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু এটি সমালোচনার বাইরে নয়।